সার জমি চাষের সময় মাটিতে না মিশিয়ে তিন কিস্তিতে পাটের ক্ষেতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ সময়ে গাছের বয়স

- বীজ গজানোর ৫-১০ দিনের মধ্যে বিঘা প্রতি ১৫-১৮ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে (হেক্টর প্রতি ১১২-১৩৪ কেজি)।

নিড়ানি ছাড়া ১২০ দিন বয়সের প্লট

- বীজ গজানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে বিঘা প্রতি ২০-২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে (হেক্টর প্রতি ১৫০-১৮৭ কেজি)।
- বীজ গজানোর ৪৫-৫৫ দিনের মধ্যে বিঘা প্রতি ১৫-১৮ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে (হেক্টর প্রতি ১১২-১৩৪ কেজি)।

গাছ পাতলাকরণ

২য় কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পূর্বেই চারা পাতলাকরণের প্রয়োজন হলে অবশ্যই পাতলাকরণের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। প্রতি বিঘায় ৫০,০০০ বা হেক্টর প্রতি ৩,৭৪,০০০ এর বেশী গাছ রাখতে হবে।

সুবিধা

- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটির মাধ্যমে আগাছা নিড়ি না দিয়ে পাট চাষ করলে পাটের ফলন ভাল হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ প্রায় ৪০ ভাগ বা ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও বেশি কমানো সম্ভব।
- কম খরচে পাট আবাদ করা যাবে ।
- নিড়ানির জন্য শ্রমিক সংকটের কোন আশংকা নেই।
- এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে খুবই লাভবান হবে।

ফলন

আঁশের ফলন প্রতি বিঘায় প্রায় ১০ মণ বা প্রতি হেক্টরে প্রায় ৩.০৫ টন।

সতর্কতা/অবশ্যই করণীয়

- নিড়ানী ছাড়া পাট চাষ করতে হলে অবশ্যই পাটের জমি সুনিষ্কাশিত হতে হবে। জমিতে বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি কোনভাবেই জমে থাকা যাবেনা।
- সঠিক সময়ে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে গাছের ডগায় যেন সার লেগে না থাকে।
- প্রয়োজন হলে সময়মত গাছ পাতলাকরণ অতীব জরুরী, তবে বেশি পাতলা যেন না হয়।

গবেষণা ও রচনায় :
ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
পিএসও (চলতি দায়িত্ব),
পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ
জান্নাতুল ফেরদৌস
এসও, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ এবং
মোঃ শাহাদৎ হোসেন
এসএসও, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ

সম্পাদনায় :
ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

প্রকাশকাল : মে, ২০২০ খ্রিঃ
সংখ্যা : ৩০০০ কপি
প্রকাশনায় : **মহাপরিচালক**
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ :
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
www.bjri.gov.bd

Printed by: LetterPress, Katabon, Dhaka-1000.
Cell: +88 01711-166 375, E-mail: fazlu6@gmail.com

নিড়ানী ছাড়া পাট চাষ পদ্ধতি

কৃষি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা

পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে "সোনালী আঁশ" বলে অভিহিত করা হয়, কারন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, তা থেকে অর্জিত হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। পাটের জমিতে

পরীক্ষণ প্লট সমূহ

সাধারণতঃ নিড়ানি বা খুরপির সাহায্যে আগাছা পরষ্কার করা হয়। এতে শ্রমিক এবং খরচ উভয়ই বেশী লাগে। পাটের জমিতে অত্যধিক আগাছার প্রকোপ হলে নিড়ানি খরচ বেড়ে যায়, ফলে আশঁ বা বীজ উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়। ছিটিয়ে বা সারিতে বপনকৃত পাটের চারা ৫-১০ সেঃমিঃ বড় হলে অর্থাৎ ২০-২৫ দিনের ব্যবধানে প্রথমে ১টি

নিড়ানি ছাড়া ৪০ দিন বয়সের পাট গাছ

আঁচড়া বা নিড়ি, ৩৫-৪০ দিনের ব্যবধানে আরো ১টি নিড়ি, ৭০-৮০ দিনে একটি টানা বাছ এবং ৮০-৯০ দিনে একটি কাটা বাছ দিলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়।

আগাছা অবাঞ্চিত, সমস্যা সৃষ্টিকারী বা অনিষ্টকর উদ্ভিদ যা বপন ছাড়াই অতিমাত্রায় জন্মায়। আগাছা সাধারণত প্রতিযোগী ও অদম্য এবং অধিক বংশবিস্তারে সক্ষম। এদের জীবন চক্র স্বল্পমেয়াদী। বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমিতে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির আগাছা জন্মে থাকে।

পাটের জমিতে ১২৯ প্রজাতির আগাছা জন্মে যার মধ্যে ২৭ প্রজাতির আগাছার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। যেমনঃ মুথা, ক্ষুদে শ্যামা, বাস্কেট ঘাস, দূর্বা, শিয়াল লেজা, ফুসকা বেগুন, হেলেঞ্চা, চাঞ্চি, বড় দুদিয়া,

নিড়ানি দেয়া ৫০ দিন বয়সের প্লট

নিড়ানি ছাড়া ৫০ দিন বয়সের প্লট

ছোট দুদিয়া, গিটলা ঘাস, নুনিয়া, চেচড়া, হাজরদানা, কাটানটে, শাকনটে, গইচা, বড় শ্যামা, চাপড়া ইত্যাদি। পাট ফসল উৎপাদনকালে হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৫.৫ টন পাট পাতা মাটিতে যোগ হয় এবং পাট ফসল কর্তনের পর জমিতে থেকে যাওয়া গাছের গোড়াসহ শিকড় মাটির সাথে মিশে জৈব সারে পরিণত হয়। পাট ফসল ১০০ দিনে হেক্টর প্রতি বাতাস থেকে প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে বায়ুমন্ডলকে বিশুদ্ধ ও অক্সিজেনকে সমৃদ্ধ রাখে। পাট গাছের মত আগাছাও বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন নিঃসরণ করে বায়ুমন্ডলকে বিশুদ্ধ ও অক্সিজেনকে সমৃদ্ধ করে। অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান এবং অধিক ফলনের জন্য কার্যকরী আগাছা ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সাধারণত আঁচড়া এবং নিড়ি দিয়ে আগাছা দমন করা হয়। শুধুমাত্র আগাছা দমনের জন্য নিড়ানীতে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এমনকি এর চেয়েও বেশী খরচ হয়। ভাল ফলনের জন্য পাটের জমিতে ২/৩ টি নিড়ির প্রয়োজন হয়। আগাছা পাট ফসলের সাথে সূর্যের আলো, পুষ্টি উপাদান, পানি, জায়গা এমনকি বাতাস চলাচল নিয়েও প্রতিযোগিতা করে।

নিড়ানি ছাড়া ৬০ দিন বয়সের পাট গাছ

নিড়ানি ছাড়া ৮০ দিন বয়সের পাট গাছ

ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করায় পাট গাছ ও আগাছা উভয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাটের জমিতে জন্মানো আগাছা সাধারণত পাট গাছের উচ্চতা থেকে অনেক কম।

নিড়ানি ছাড়া ১০০ দিন বয়সের পাট গাছ

নিড়ানি দেয়া ১২০ দিন বয়সের পাট গাছ

বীজ গজানোর পর ৩০-৪০ দিন বয়সে আগাছা থেকে পাট গাছ বেশি লম্বা হয়ে পড়ে ফলে আগাছা সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় পাট গাছের সাথে টিকে থাকতে পারে না। এছাড়া পাট বীজ গজানোর ৫০-৬০ দিন পর থেকে আগাছার উপরে পাট পাতা ঝড়ে পড়ে এবং আগাছার বয়স ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পঁচে গিয়ে জমিতে জৈব সার যোগ করে। পাটের নিড়ানী খরচ বেশী হওয়ায় দিন দিন কৃষক পাট চাষের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে পাটের বাজার দর কিছুটা বাড়ায় এবং ''নিড়ানী ছাড়া পাট চাষ'' প্রযুক্তিটি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে কৃষক আবার পাটের আবাদের দিকে ঝুঁকবে এবং বাংলদেশের অর্থনৈতিক চাকা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

সার প্রয়োগ

টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট জমির শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউরিয়া